৮৫৭৪৮

: পরিশিষ্ট :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কিভাবে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা আলাদা বৃত্ত গঠন করেছে । উপরন্তু সেখানে এই বৃত্তের মধ্যে গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠা সাহিত্য কর্মগুলির গুণগত মান এবং জনপ্রিয়তাও নির্ধারিত হয়েছে । তবে এই সব আলোচনা মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই বিস্তার লাভ করেছে । কারণ বাংলা কল্প বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনাই ছিল এই অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু যেহেতু প্রবন্ধও সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিপূরক হিসাবে এই অধ্যায়ের সংযোজন ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে পত্র - পত্রিকার ভূমিকা" শীর্ষ নামাঙ্কিত অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি দুটি শতাব্দী ধরে কোন কোন পত্র- পত্রিকা বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে ও করছে ; যাঁরা এইসব প্রবন্ধ লিখেছেন ও লিখছেন, এইসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং গুণগত মান কেমন । তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধের চরিত্রগত পার্থক্য তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য রসের সম্প্রসারণ কতটা হয়েছে এখানে তার ওপরেই কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে (এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেই আমাদের দেশে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে । তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টাকে একটা সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করে এই আলোচনাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে)।

'দিগদর্শন' পত্রিকা থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বিজ্ঞানের ভার বহনে বাংলা ভাষার যোগ্যতা বৃদ্ধি ও বাংলা

প্রবন্ধ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে নিজেকে সংযোজিত করার চেষ্টা চালিয়েছে । তবে এই চেষ্টা প্রথম দিকে তেমন সফল হয়নি । গত শতাব্দীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এগুলির লেখকবৃন্দ বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে দুরকমের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন । একশ্রেণীর প্রবন্ধকার বিজ্ঞানের আলোচনা করার সময় অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্ব পরিবেশন করতেন বলে সেগুলিতে সাহিত্য রসের মিশ্রণ ঘটার তেমন সুযোগ ঘটত না । অন্যধারায় অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধকারেরা মাত্রাতিরিক্ত সহজ সরল রীতি অবলম্বন করে যে সব প্রবন্ধ রচনা করতেন তাতে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব অত্যন্ত অল্প পরিমাণে পরিবেশিত হত । ফলত এগুলিও আদর্শ প্রবন্ধ সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতন যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না । এছাড়া এসব প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই রচিত হত প্রাণী-বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে । এক কথায়, কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে গত শতাব্দীতে রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধকেই পূর্ণাঙ্গ মান, বিষয় বৈচিত্র্য প্রভৃতির নিরিখে বিচার করলে আদর্শ প্রবন্ধ সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না ।

তবে গত শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বস্তুর ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক হয় । পদার্থ বিজ্ঞান, পরমাণু ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করেও অনেক উন্নতমানের প্রবন্ধ রচিত হতে থাকে । আর এই শতকের প্রথম পর্বে এসে বিষয় বৈচিত্র্য ও রচনারীতির পালাবদল ঘটিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে সমর্থ হয় । সমসাময়িক কালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় সহ অনেক সুযোগ্য ব্যক্তির লেখনীর স্পর্শে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এক নূতন গতির সঞ্চার হয় ।

৫৪৭৩৯

অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আসল পালাবদলটা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। কারণ এর পূর্ববর্তী সময়ে যে সব বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান না জানা পাঠককে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলা। অন্যথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রচিত প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞান না জানা পাঠকের সঙ্গে বিজ্ঞান জানা পাঠকেরও মনোরঞ্জনে সমর্থ হচ্ছে। বস্তুত পক্ষে আধুনিক কালে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যে সব নতুন চিন্তাধারাকে প্রকাশ করছেন তার টাটকা খবর এই সব প্রবন্ধে পরিবেশিত হচ্ছে বলেই বিজ্ঞানের ছাত্র ও বিজ্ঞান জানা পাঠক-ও এগুলি পাঠ করতে আগ্রহী হচ্ছেন। আর বিষয় বৈচিত্রে ভরপুর ও একেবারে কথ্য ভাষার মাধ্যমে সহজ সরল ভঙ্গীতে এগুলি রচিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞান না জানা বা কম বিজ্ঞান জানা আগ্রহী পাঠকও এইসব প্রবন্ধ পাঠ করে বিজ্ঞান জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সব প্রবন্ধগুলির বিষয়ও আজ বহুধা বিভক্ত। বস্তুতপক্ষে আজ বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া আধুনিক কালের প্রাবন্ধিকেরা সহজ সরল গদ্যকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ রচনার একটা আলাদা Form কে আয়ত্ত করতে পারার জন্যই এখন বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি উচ্চমানের প্রবন্ধ সাহিত্য রূপে পরিগণিত হওয়ার সব রকমের যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।